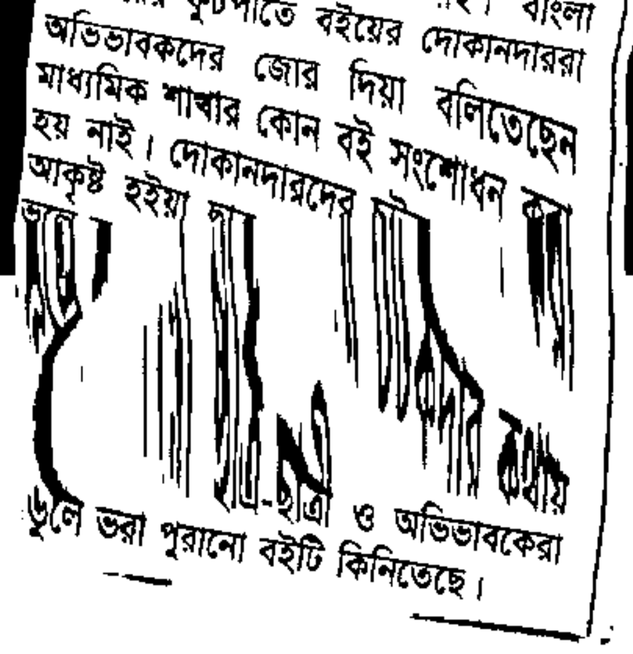

..., ময়মনসিংহ/ ঢাকা/ফেনী ও
...উপবিভাগ, ময়মনসিংহ।
...া সার্কেল, তেজগাঁও, ঢাকা।
...ভাগ, ময়মনসিংহ/ঢাকা ফেনী।
...)।
...স্ত।
...ম ইকবাল
...কৌশলী (সওজ)
...ভাগ, ময়মনসিংহ।

ভোরের কাগজ

32

তারিখ ... JAN. 29 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ১ ......

প্রতিক্রিয়া

...চ্চ মাধ্যমিকের বাংলা সিলেবাস : বিভ্রান্তি নিরসন দরকার

অধীর চন্দ্র সরকার

...াধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম ...গদ্যাংশ ও কবিতাংশে ভাষাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ...উত্তরের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ...র থাকতে পারে। ভাবাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ...প্রশ্নের মধ্যে একটির (৫×১=৫) উত্তর ...বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত দুটো প্রশ্নের মধ্যে ... (৫×১=৫) উত্তর প্রশ্ন পত্রের নীতিমালায় ...হতে পারে।

...বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্রের প্রশ্ন পত্রের ...তির রূপান্তর' বিষয়ে একটি প্রশ্ন ...=৫) লিখতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ...ায় বলা হয়েছে— 'ভাষারীতির রূপান্তর'-...্র প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ...তির রূপান্তর' অংশে প্রশ্নের ধরনটি কেমন ...গতানুগতিক প্রশ্নের (যেমন-ভাষারীতির ...র নিয়মগুলো লেখ/ অথবা সাধু ভাষা বা ...ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।) লিখতে ...কি সাধু ভাষায় দেওয়া কোনো পরিচ্ছদের ...শেষ চলতি ভাষায় কিংবা চলতি ভাষায় ...কোনো পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ সাধু ভাষায় ...করতে হবে? দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে

> ...সিলেবাস প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ভুলভ্রান্তি বা অস্পষ্টতাও অস্বাভাবিক ...। তবে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কালক্ষেপণ শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, ...শিক্ষার্থীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিরও কারণ। সুতরাং আর পলার্ধকালও বিলম্বের অবকাশ না খুঁজে বিষয়গুলোর সমাধান আবশ্যক।

...্যপুস্তকের অনুশীলনীতে উল্লিখিত প্রশ্নের ... নাকি অনুশীলনী বহির্ভূতও হতে পারবে? ...নের ভাবনা : নতুন সিলেবাস প্রণয়নের ...সম্পর্কে বলা হয়েছে— দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা ... পরীক্ষার্থীর মুখস্থ, গাইডভিত্তিক উত্তর ...বণতা রোধ করে পরীক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা ...ভতার বিকাশ ঘটানো। তাই আমি মনে ... বিষয়ে প্রশ্নপত্র শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ...ীর মধ্যে সীমিত না রেখে ভাষারীতির ...কোনো ধরনের প্রশ্ন পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত ...ন্নিবেশিত হতে পারে। এতে পরীক্ষার্থীর ... ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমানো ...।

...প্রথম পত্রের সিলেবাসে 'প্রবাদ-প্রবচন' ... করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ...র প্রবাদ ও প্রবচন অংশে সবই বাগধারা ...হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ...া কী হতে পারে?

...র ভাবনা : মানবন্টন অংশে 'প্রবাদ-...ংশটি 'বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন' শীর্ষক ...করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী সমাধানের ...প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এনে পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী বহির্ভূতও কোনো এক বা একাধিক সহায়ক গ্রন্থের (শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে) বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন অংশ থেকে প্রশ্নপত্র প্রণীত হতে পারে।

৪. নতুন সিলেবাসের প্রথম পত্রে উপন্যাস ও দ্বিতীয় পত্রে নাটক (রচনামূলক প্রশ্ন একটি-((১০×১=১০), সক্ষিপ্ত প্রশ্ন দুটি (৫×২=১০) পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস বা নাটকের নাম উল্লিখিত হয়নি। শুধু বলা হয়েছে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কোনো কিছু অবহিত হতে না পারলেও কতিপয় প্রকাশনী সংস্থার মাধ্যমে জানতে পেরেছি উপন্যাস হিসেবে ১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', ২. অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম, ৩. শওকত ওসমানের 'জননী'—এ তিনটির মধ্যে যেকোনো একটি এবং নাটক হিসেবে (দ্বিতীয় পত্রের জন্য) ১. মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', ২. মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রন্তর', ৩. আনিস চৌধুরীর-'মানচিত্র'— এ তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি পরীক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয়ের মতো নিতে পারবে। সিলেবাস কর্তৃপক্ষের উপন্যাস ও নাটক পাঠ্যকরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

সমাধানের ভাবনা : আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষার পরিবেশ মোটামুটি আমরা সবাই জানি। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক ধরনের সমস্যা, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আবার অন্য ধরনের সমস্যা। তবে সমস্যা নেই এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতিপয় ক্যাডেট কলেজ ছাড়া হয়তো খুঁজে পাওয়া কঠিনই হবে। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ টাঙ্গাইল জেলার থানা সদরের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজগুলোর কথা-বলা যেতে পারে। টাঙ্গাইলের প্রতিটি থানা সদরের বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের একদশ শ্রেণীতে গড়ে ৪০০ থেকে ১২০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। আর প্রায় প্রতিটি কলেজেই বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের সংখ্যা দুই থেকে তিন জন (জনবল কাঠামোওয়ালাদের এমনি দাপট)। এরপর আসা যাক সরকারি কলেজগুলোর সমস্যা সম্পর্কে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, তার উপর রয়েছে সরসারি পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত শিক্ষক এবং আত্তীকরণকৃত শিক্ষক। কেউ বলছেন, কলেজ আমরা বানিয়েছি; আবার কেউবা বলছেন আমরা সরকারের খাস লোক, সরকারই আমাদের পাঠিয়েছেন। এই যখন বাস্তবতা— সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ১২০০ ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সেকশনগুলো দুই জন শিক্ষকের পক্ষে চালিয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনটি উপন্যাস ও তিনটি নাটক পড়ানো কতোটুকু সম্ভব— কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞজনেরা বোঝেন না এমন ভাবার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। তবুও বলতে হয়, যদি কোনো দুর্ভাগ্যজনক কারণে এমনটি হয়ে থাকে, তা দ্রুত সমাধান করা উচিত। সে সম্পর্কে অধ্যাপক নাছিম উদ্দিন মালিথার পরামর্শটি (একটি উপন্যাস— তিতাস একটি নদীর নাম) এবং আমার মতে একটি নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর ২০০২ সালের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া যেতে পারে।

৫। বাংলা (আবশ্যিক) দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশে 'শব্দগঠন' নামে একটি বিষয় পাঠ্য করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ গঠনের প্রশ্ন পত্রের ধরন উল্লেখিত হয়নি, ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

সমাধানের ভাবনা : আমরা জানি সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ, পদ পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। তাই পূর্ববর্তী সিলেবাসের তুলনায় এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন নতুন সিলেবাসে সত্যিই একটি ইতিবাচক দিক। সেক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের ধরনটি আমার মতে নিম্নরূপ হতে পারে। যেমন : ১০-১২টি বিভিন্ন ধরনের শব্দের মধ্যে যেকোনো ছয়টি শব্দের গঠন প্রক্রিয়া উল্লেখকরণ কিংবা 'শব্দ গঠন' অধ্যায় থেকে সাধারণ প্রশ্নও সন্নিবেশিত হতে পারে। (নমুনাস্বরূপ দেখানো যেতে পারে— বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়— সন্ধি গঠিত শব্দ/দশ আনন যার=দশানন—সমাস গঠিত শব্দ ইত্যাদি)।

৬. দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশে বিকল্প শব্দ এবং সমার্থক ও প্রতিশব্দ নামে দুটি ভিন্ন অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট করে কিছু বলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

৭. বানানরীতি ও উচ্চারণ পাঠ্য করা হয়েছে। এটি খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বানানরীতির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ভাষা (বাংলা) ও পাঠ্যসূচির ন্যায় বাংলা একাডেমীর প্রমীত বানানরীতির কথা নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

৮. পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ বিধি নামে অন্য আরেকটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে নতুন সিলেবাসে। পারিভাষিক শব্দের বিধি সংক্রান্ত প্রশ্নপত্রের নমুনা উল্লেখ করে এ বিষয়ের বিভ্রান্তি দূর করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আর মাত্র তিন মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নতুন সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক মাত্রেরই একান্ত কামনা। সুতরাং বিষয়টি অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দয়া করে উদ্যোগ নিয়ে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রকাশ করে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আমাদেরকে শঙ্কামুক্ত করবেন কি?

অধীর চন্দ্র সরকার : প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মির্জাপুর কলেজ, মির্জাপুর টাঙ্গাইল।

...BANGLADESH
...RTMENT

Date : 23/01/2000
...t (HPPP)
...om the International ... Swedish International ...national Development ...ation Program Project ...eds to cover eligible ...e Village/ Ward levels. ...LGED), Thana: Sadar, ...low. This invitation for ...g Department (LGED). ...istment but if awarded ... enlistment is done at ...icts are eligible to Bid.

...rity	Time for Completion of the work (Day)
/-	119
/-	119
/-	119
/-	119
/-	119
/-	119
/-	119

... office of the (i) Thana ...ED, District : Sylhet, on ...t during normal office ...formation at the same

...ns of Contract are the ...ent of Works, National ...ed by the World Bank

...t be accompanied by a

... Sadar, District : Sylhet ... PM of 27-02-2000. ... Registered Mail with